গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
গাইবান্ধা
(এনজিও শাখা)
www.gaibandha.gov.bd



সেপ্টেম্বর/২৬ মাসের জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. মো: মনিরুজ্জামান
জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা
তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সময় : বিকাল ৩.০০ টা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), গাইবান্ধা বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। এতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা এবং সমাজ জাগরণ ও উন্নয়ন সংস্থা, গাইবান্ধা তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। পরে সভায় উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে তাদের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা	প্রধান নির্বাহী, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)- গাইবান্ধার প্রতিনিধি, সভায় জানান, গাইবান্ধায় নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)। আজ গাইবান্ধা সদর উপজেলা পরিষদে "নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য সহায়তা প্রকল্প"-এর অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সবুজ কুমার বসাক। এসময় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, এনজিওর প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্টার্ট নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) প্রকল্পটির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ২২০টি পরিবারকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন: ৯ আগস্ট ২০২৬ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে 'আদিবাসী ধাত্রীদের সম্মান: জীবন ও সুস্বাস্থ্য সুরক্ষা' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গোবিন্দগঞ্জ আদিবাসী পল্লীতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় মাদারপুর গ্রামপ্রধান রুবেন সুরেন, ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সিডস প্রকল্পের সংলাপ ফোরামের কিশোর-কিশোরীরা উপস্থিত ছিলেন। গাইবান্ধায় বেকার তরুণ-তরুণীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) -এর তিন মাসব্যাপী আবাসিক কারিগরি প্রশিক্ষণের তৃতীয় ব্যাচ উদ্বোধন করা হয়েছে। GUK-এর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন SICIP-PKSF-এর সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার ও মুখ্য সমন্বয়কারী জনাব মো.	(১) নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ২২০ টি পরিবারের তথ্য অত্রাফিসে সরবরাহ করতে হবে। (২) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পে প্রকৃত বেকার যুবক-যুবতীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জিয়াউদ্দিন ইকবাল। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) -এর সহযোগিতায় GUK বাস্তবায়িত Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্পের আওতায় গার্মেন্ট মেশিন অপারেটর, বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি এবং মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এই তিনটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।		
০২.এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা	উপপরিচালক, এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: সাঘাটা এবং ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন চরে ACT প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যাকালীন সময়ে মানুষ এবং গবাদী প্রাণীর খাদ্য নিশ্চয়তার জন্য বর্তমানে ৮টি ফুড এবং ফুডার ব্যাংক চালু রয়েছে যাহা, বন্যার সময় গরু এবং মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখে। এসকেএস ফাউন্ডেশন গত মাসে সাঘাটা এবং ফুলছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আওতাধীন অসহায় ও দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সহায়তায় প্রায় ৬ লাখ ৭২ হাজার টাকার মূল্যের জরুরি প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী বিতরণ করেন।	বিতরণকৃত ৬,৭২,০০০/- টাকার মাস্টাররোল এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।	উপপরিচালক, এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা
০৩.ব্র্যাক, গাইবান্ধা	ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, গাইবান্ধা সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করেন: ১. স্বাস্থ্য কর্মসূচি: গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলায় ৮০ টি ইউনিয়নে আগস্ট ২০২৬ মাসে ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ১০৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী ৪৫০১ টি খানা পরিদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করেন। এর মধ্যে নতুন গর্ভবতী চিহ্নিত করেন-২৫৯০ জন, এ এন সি সেবা প্রদান করেন-৩৮২৫ জন কে, পিএনসি সেবা দান করেন ৭৩ জনকে, রেফার করেন-৫৭ জনকে, অসংক্রামক ব্যাধি পরীক্ষা করেন-৩৭২২ জন। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মীর কর্ম এলাকায় নতুন শিশু জন্ম -১৩০৯ জন, প্রতিষ্ঠানে -৯৬১ জন, সরকারি স্বাস্থ্য কর্মী/ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর দ্বারা-৩৪৮ জন। ২. রিডিং গ্লাসেস ফর ইমপ্রুভড লাইভলিহুড কর্মসূচির মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষা-৫০৬৩ জন ও ১৪৫৩ টি চশমা বিতরণ করা হয়েছে। ৩. জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে কফ পরীক্ষা-৩৪৪৬ জন, রোগী চিহ্নিত-৪০৬ জন, মোট এক্সরে-৬৬৬ জন, রোগী -৬২ জন, সুস্থ-৩৭৮ জন, চলমান রোগী-২৩২৭ জন রয়েছে। ৪. ৬৮ টি ২ বছর মেয়াদি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় চলমান আছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭০০ জন। সকল বিদ্যালয়ে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলায় ১৭ টি ৩ বছর মেয়াদি ব্রীজ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।	(১) রিডিং গ্লাসেস ফর ইমপ্রুভড লাইভলিহুড কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) সেবাগ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। (৩)প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন কালে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে।	ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, গাইবান্ধা।
০৪.ফ্রেন্ডশিপ, গাইবান্ধা	**আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ফ্রেন্ডশিপ, গাইবান্ধা সভায় জানান, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:** **স্বাস্থ্য:** ২১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। ২১টি নিউট্রেশান সেশনের মাধ্যমে ৫৬৩ জন শিশু এবং ১১৩ জন গর্ভবতী ও ৪২ জন মা'কে পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১৭৪ টি উঠান বৈঠক পরিচালনার মাধ্যমে ২৭৯৬ জনকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। **শিক্ষা:** ০৩টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে যেখানে ৮২ জন	(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ২১০ টি বাড়ি পরিদর্শনের তথ্য এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। (২) সেবাগ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। (৩) প্রকল্পসমূহ	আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ফ্রেন্ডশিপ, গাইবান্ধা

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	শিক্ষার্থী পড়াশানা করছে। ০২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে যেখানে ১৫৪ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। **দুর্যোগ মোকাবেলা:** ০৪ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৭টি ফ্রেন্ডশিপ সুশীল সমাজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৭ টি চরে ২১০টি বাড়ি পরিদর্শন করা হয় এবং বন্যার প্রস্তুতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	বাস্তবায়ন কালে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে।	
০৫.আরএইচস্টেপ, গাইবান্ধা	ইউনিট ম্যানেজার, আরএইচস্টেপ, গাইবান্ধা সভায় জানান, নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: আরএইচস্টেপ আলোরধারা পাঠশালা – অপরাজেয় তারুণ্য, গাইবান্ধা কেন্দ্রের সেফ এমআর – ফেইজ-০৩ (সিডা) প্রকল্পের আওতায় ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে কিশোর-কিশোরী ও যুবদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। **১. বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** কিশোর-কিশোরী ও যুবদের তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হয়েছে। আগস্ট/ ২০২৬ মাসে এ কার্যক্রমে মোট ১৫ (পনেরো) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা কম্পিউটারের মৌলিক ব্যবহার, টাইপিং, অফিস অ্যাপ্লিকেশন এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করছে, যা তাদের আত্মউন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে। **২. বিনামূল্যে সংগীত শিক্ষা কার্যক্রম:** প্রকল্পের নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগস্ট মাসেও বিনামূল্যে সংগীত শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ কার্যক্রমে মোট ১২ (বারো) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং নান্দনিক মূল্যবোধ বিকাশে উৎসাহিত করা হচ্ছে। **৩. প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম:** আগস্ট ২০২৬ মাসে আরএইচস্টেপ ক্লিনিক ও পাঠশালা, গাইবান্ধা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR) এবং নিরাপদ মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। **৪.কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক সেশন:** আগস্ট মাসে ০৩টি কমিউনিটিতে মোট ৯০ জন কিশোর-কিশোরী ও যুবদের অংশগ্রহণে প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী হিসেবে স্যানিটারী ন্যাপকিন, সাবান ও মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট প্রদান করা হয়। ০১ (এক) টি কমিউনিটিতে ৩০ জন কিশোর-কিশোরী ও যুবদের অংশগ্রহণে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ২য় সেশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।	(১) কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীর মাস্টাররোল এ কার্যালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাইবান্ধা, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), গাইবান্ধা ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধায় প্রেরণ করতে হবে। (২) পাঠশালায় শিশু-কিশোর-কিশোরী উপযোগী বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (৩) প্রকল্প চলাকালে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও সিভিল সার্জন অফিসকে অবহিত করতে হবে।	ইউনিট ম্যানেজার, আরএইচস্টেপ, গাইবান্ধা
০৬.মমদা ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা	অ্যাসোসিয়েট সিনিয়র ম্যানেজার, মমদা ফাউন্ডেশন সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। **স্বাস্থ্য:** IDE-JETRO (Japan) এবং Florida International University-এর অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধান এবং আরএইচস্টেপ-এর	(১) প্রকল্পের ২১১১ জন কিশোরীর গবেষণা পরবর্তী সময়ে কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা এ	অ্যাসোসিয়েট সিনিয়র ম্যানেজার, মমদা ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় মোট ২১১১ জন কিশোরীকে অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যায়ের কার্যক্রম গাইবান্ধা সদর উপজেলার ০৫ টি ইউনিয়ন এবং সাঘাটা উপজেলার ০৩টি ইউনিয়নে পুনরায় শুরু হয়ে ২০২৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত চলেছে। প্রকল্পের অধীনে ৬০টি গ্রামের ৮৩৫ জন কিশোরীকে 'কিশোরী ক্লাব'-এর মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সেশন প্রদান করা হবে, যা মোট ১২টি সেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। আগস্ট-২০২৬ এ ৯ম সেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সেশনে নিরাপদ মাতৃত্ব, কিশোরীদের অনিরাপদ গর্ভপাত পরবর্তী সেবা প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ১৩তম সেশন অক্টোবর, ২০২৬-এর প্রথম সপ্তাহে এই প্রকল্পের এন্ডলাইন সার্ভে শুরু হবে। উক্ত এন্ডলাইন সার্ভেতে মোট ২১১১ জন অংশগ্রহণ করবেন।	কার্যালয়ে অবহিত করতে হবে। (২) সেবা গ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। (৩) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	
০৭.মানবকল্যাণ স্বাবলম্বী সংস্থা (এমকেএসএস), সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা	উপজেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মানবকল্যাণ স্বাবলম্বী সংস্থা, গাইবান্ধা সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। **শিক্ষা:** ইসলামিক বয়স্ক গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্প: জানুয়ারি ২০২৬ হতে ১৪-৬০ বছর বয়সী ৩০ জন জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র পুরুষ ব্যক্তিদের সাধারণ/ প্রয়োজনীয় সুরা, সহিহভাবে নামায পড়া এবং নামাজের নিয়মকানুন জানানো হচ্ছে। **স্যানিটেশন:** এমকেএসএস স্বাস্থ্য উপকারভোগীদের মাঝে স্বল্প মুনাফায় রিং ও স্লাব প্রদানের মাধ্যমে স্যানিটেশন এবং হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। চলতি মাসে ০৮ জন উপকারভোগীদেরকে ফলো-আপ চলমান রয়েছে। **সমন্বিত মৎস্য চাষ:** এমকেএসএস সংস্থা উপকারভোগীদের মাছে ছোট ছোট দলে পুকুর লিজ গ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত মৎস্য চাষ করছেন, যার মাধ্যমে উপকারভোগীদের পরিবারে পুষ্টির চাহিদা কিছুটা হলেও লাঘব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নার্সারী: চলতি মাসে ১০ জন উপকারভোগীকে আম ও মেহগনি চারা প্রদান করা হয়েছে। ফলো আপ চলমান রয়েছে। চলতি মাসে জামালপুর ইউনিয়নের বুজরুক রসুলপুর দ্বি-মূখী দাখিল মাদ্রাসা ও বুজরুক রসুলপুর দ্বি-মূখী দাখিল উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০০ ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।	(১) ইসলামিক বয়স্ক গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্পের আওতায় সেবাগ্রহীতা ৩০ জনের তালিকা এ কার্যালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধায় প্রেরণ করতে হবে। (২) গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	উপজেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মানবকল্যাণ স্বাবলম্বী সংস্থা (এমকেএসএস), গাইবান্ধা।
০৮.জিকেএস গাইবান্ধা	নির্বাহী পরিচালক, জিকেএস, গাইবান্ধা সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ০৮টি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে যেখানে ৩য় শ্রেণীর ০২টি, ২য় শ্রেণীর ০৪টি, ১ম শ্রেণীর ০১টি এবং শিশু শ্রেণী ০১টি। ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩ জন, এ মাসে উপস্থিতির হার ৯৪%। সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১২ জন। জিকেএস গাইবান্ধা কর্তৃক পরিচালিত ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ মাসে সেমিপাকা বিলাস, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট প্রাপ্ত পরিবারকে নিয়ে যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক রিফ্রেসার্স কোর্স করা হয়।	শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, জিকেএস, গাইবান্ধা।
০৯. গ্রাম উন্নয়ন জন কল্যাণ সংস্থা, গাইবান্ধা	নির্বাহী প্রধান, গ্রাম উন্নয়ন জন কল্যাণ সংস্থা, গাইবান্ধা জানান আগস্ট/ ২৬ মাসে বিনামূল্যে স্যানিটেশন উপকরণ বিতরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি, হাঁস-মুরগী ও গরু ছাগল পালন অব্যাহত রয়েছে।	বিতরণকৃত উপকরণ ও গ্রহীতাদের তথ্য এ কার্যালয়ে সরবরাহ	নির্বাহী প্রধান, গ্রাম উন্নয়ন জন কল্যাণ সংস্থা,

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	কাঠের আসবাবপত্র তৈরি ও হস্তশিল্প (সংস্থার আয়ের উৎস) অব্যাহত রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিনামূল্যে দুঃস্থদের মাঝে ভোজ্য তেল বিতরণ করা হচ্ছে। নার্সারী ও সামাজিক বনায়ন প্রকল্প।	করতে হবে।	গাইবান্ধা
১০.সল্ট ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসী ইন্টারন্যাশনাল	রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর, সল্ট ফিনান্সিয়াল লিটারেসী ইন্টারন্যাশনাল, গাইবান্ধা জানান নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে: Quantity of Self Help Group-83 Quantity of Men Beneficiaries-259 Quantity of Women Beneficiaries-1866 Men Computer Student Beneficiaries-16 Women Computer Student Beneficiaries-18	প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।	রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর, সল্ট ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসী ইন্টারন্যাশনাল, গাইবান্ধা
১১. কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (সিএমসি)	প্রধান নির্বাহী, কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা জানান, সংস্থা কর্তৃক মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গাইবান্ধা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে গ্লোবাল ফান্ড ফর চিলড্রেন ইউএসএ-এর অর্থায়নে ০২টি আনন্দময় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চলমান রয়েছে। দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বাড়ির পাশে সবজি চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশি মুরগী, হাঁস, গরু ও ছাগল পালন এবং নারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিএনএফ-এর অর্থায়নে পলাশবাড়ী উপজেলার ঘোড়াবান্ধা গ্রামে বিনামূল্যে ২০টি দেশি ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে। ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) ২০২৫-২৭ চক্রের কার্যক্রমের আওতায় পলাশবাড়ী উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নে উপকারভোগী মহিলাদেরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক সচেতনতা ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষক ও সঞ্চয় ব্যবস্থার কাজ চলমান রয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২৩৪৩ জন।	(১) উপকারভোগীর তালিকা এ কার্যালয়ে দাখিলপূর্বক নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী, কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (সিএমসি), পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা
১২. এসডিআরএস	নির্বাহী পরিচালক, এসডিআরএস, গাইবান্ধা জানান আগস্ট/ ২৬ মাসে পল্লী হেলথ কেয়ার: রক্ত পরীক্ষা- ২৭ জন, ডায়াবেটিক পরীক্ষা- ১৫ জনকে সেবার আওতায় আনা হয়েছে। এসডিআরএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর অংশীদারি সংস্থা হিসাবে (ক) বায়োগ্যাস- ০৩ জন, (খ) উন্নত চুলা- গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্থাপনের মাধ্যমে কার্বন শক্তি হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কাজ করছে। সোলার ইরিগেশন পাম্প: ডিজেল-এর ব্যবহার হ্রাস ও কৃষকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ৩৭৯ জন কৃষককে সেচ পাম্প প্রদান করা হয়। নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক- ০১টি	(১) বায়োগ্যাস বিতরণের তথ্য এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। (২) উঠান বৈঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে	নির্বাহী পরিচালক, এসডিআরএস, গাইবান্ধা
১৩. কৈননীয়া সাঘাটা, গাইবান্ধা	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কৈননীয়, সাঘাটা, গাইবান্ধা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনা করেন: ১.ওয়ার্কশপ (আরম্ভ) এবং সাঘাটা উপজেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সাথে কর্মশালা করা হচ্ছে। ২.দরিদ্র নির্দিষ্টকরণ (অসুরক্ষিত হাউজহোল্ড, সম্পদ বিন্যাস, সামাজিক চিত্রায়ন), সেলফ হেলফ গ্রুপ গঠন ও কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন এ রূপান্তিরতকরণ ও রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা করা হচ্ছে। ৩. ইউনিয়ন ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি	(১) চলমান কার্যক্রমসমূহের বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (২) গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কৈননীয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সক্রিয়করণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪.সাঘাটা উপজেলা, জেলা প্রশাসক ও এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্টিসিপেটরী মিটিং করা হচ্ছে। ৫.জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়েছে। ৬.খামার ও খামার ব্যতীত অন্যত্র হতে আয় বৃদ্ধি কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৭.গবাদী পশুপালন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৮.দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াটশন, জেন্ডার, দুর্যোগ, কারিগরি, অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন) প্রদান করা হচ্ছে। ৯.সম্ভাব্য এসএইজি নেতাদের নিয়ে দুর্নীতি ও দমন প্রটেকশন এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ১০. কমিউনিটিদের থেকে আসা অভিযোগ ও পরামর্শ নিয়ে মূল্যায়ন ও রিপোর্ট করা, জনগণকে কথা বলা এবং অভিযোগ করার অধিকার সম্পর্কে জানানো ও অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।	করতে হবে।	
১৪. সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	জেনারেল ম্যানেজার, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস), গাইবান্ধা জানান যে আগস্ট/ ২৬ মাসে চলমান কার্যক্রম: ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, সুরক্ষা কর্মসূচি, রেমিটেন্স প্রদান, কৃষি ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, গরু মোটাতাজাকরণ, সঞ্চয় ও ঋণ প্রদান, প্রণোদনা ঋণ প্রদান। সাধারণ ঋণ বিতরণ: ৭৯০ জনের মাঝে ১০,৯৮,০০,০০০/-। সুফলন খাতে বিতরণ: ২৩ জনের মাঝে ২৫,০০,০০০/-, মৃত্যুজনিত বীমা দাবি পরিশোধ: ০৬ জনের মাঝে ১,৫৯,২০৮/-, ঋণ মওকুফ: ০৬ জন ২,১১৯/-, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান: ১১ জনের মাঝে ১,০০,০০০/-, চারা বিতরণ: ০৫ টি শাখা ও ২টি স্কুলে: ৫০৬৫ টি।	(১) গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের সেবাগ্রহীতাদের মাস্টাররোল এ কার্যালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। (২) চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি সেবাগ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	জেনারেল ম্যানেজার, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস), গাইবান্ধা।
১৫.ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	এডিপি ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, গাইবান্ধা ফিল্ড অফিস, গাইবান্ধা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করেন। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং নিরাপদ পানি পয়ঃনিষ্কাশন ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম: এই প্রকল্পের আওতায় ৯৯৫৪ জন, ৫ বছরের নিচে শিশুদের জিএমপি সেশন করার ফলে শিশুদের পুষ্টি অবস্থা পরিবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং মাঝারি ও মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের মা ও অভিভাবকদের শিশুদের সুষম খাদ্য ও সঠিক যত্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ মাতৃত্বের জন ৬১১ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের জন্য নিয়মিত পরিবার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এএনসি ও পিএনসি সেবা গ্রহণ, সঠিক সময়ে টিকা গ্রহণ ও ডাক্তারি পরামর্শে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ গ্রহণ, সঠিক উপায়ে হাত ধোয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম: শিশুদের মাঝে শিশুর শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক নেতিবাচক দিক পরিবর্তনের জন্য কমিউনিটি বেইজড ৪৮ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যার আওতায় ৯৬০ দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের শিশু অংশগ্রহণ করে আসছে। ৯৬০ শিশু ও তাদের পিতা-মাতাদের পজিটিভ প্যারেন্টিং সেশন করা হয়েছে। এছাড়া ৮০০ জন শিশুদের মাঝে প্রতি সপ্তাহে জীবন দক্ষতা বিষয়ক সেশন পরিচালনা করা হয়েছে।	(১) ৬১১ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের মাস্টাররোল এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। (২) শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় শিক্ষা অফিসের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	এডিপি ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, গাইবান্ধা ফিল্ড অফিস, গাইবান্ধা

<table>
<tr><th>ক্রম ও এনজিও'র নাম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১৬. সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক, গাইবান্ধা)</td><td>সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), গাইবান্ধা জানান যে, আগষ্ট ২০২৬ মাসে প্যাকটা প্রকল্পের আওতায় ৭৩,০৪৪ টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৩০ টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে; যা নিম্নরূপ:
০১. সনাক সভা: সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জুন মাসের কার্যক্রমের পরিকল্পনা বিষয়ে ০১ টি মাসিক সভা সম্পন্ন হয়।
০২.অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ (এসিজি) সদস্যদের মাসিক সভা- সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহযোগিতায় গঠিত অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ (এসিজি) সদস্যদের ১১ টি মাসিক সভা সম্পন্ন হয়। এসিজি সদস্যগণ দুর্নীতিমুক্ত সেবা গ্রহণে জনগণকে সচেতন করতে তাদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন।</td><td>(১) ব্যায়িত টাকার মাস্টাররোল এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।
(২) সচেতনতামূলক সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।</td><td>সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), গাইবান্ধা</td></tr>
<tr><td>১৭. ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)</td><td>প্রকল্পের নাম: Protocols and Trigger-based Institutional Systems for Timely Humanitarian & Anticipatory Action (PROTISTHAA)
LSP, FFBS, Community Group তৈরি করা হয়েছে।
প্রকল্প স্টাফদের ০৪ দিনের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
গাইবান্ধা জেলা গ্রাম আদালতের মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির তথ্য (আগস্ট/ ২০২৬)
<table>
<tr><th>উপজেলা</th><th>পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের</th><th>বিবেচ্য মাসে দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা</th><th>মোট মামলার সংখ্যা</th><th>বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th>অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th>নিষ্পন্নের হার</th></tr>
<tr><td>গাইবান্ধা সদর</td><td>২৯</td><td>৬৮</td><td>৯৭</td><td>৬৯</td><td>২৮</td><td>১০১.৪৭</td></tr>
<tr><td>সুন্দরগঞ্জ</td><td>৪৯</td><td>৩৮</td><td>৮৭</td><td>৩৮</td><td>৪৯</td><td>১০০.০০</td></tr>
<tr><td>সাদুল্লাপুর</td><td>১৪</td><td>৩৪</td><td>৪৮</td><td>৩১</td><td>১৭</td><td>৯১.১৮</td></tr>
<tr><td>পলাশবাড়ী</td><td>১৪</td><td>০৬</td><td>২০</td><td>০৫</td><td>১৫</td><td>৮৩.৩৩</td></tr>
<tr><td>গোবিন্দগঞ্জ</td><td>২৭</td><td>৩৩</td><td>৬০</td><td>৩৬</td><td>২৪</td><td>১০৯.০৯</td></tr>
<tr><td>সাঘাটা</td><td>২৬</td><td>৩৫</td><td>৬১</td><td>৩১</td><td>৩০</td><td>৮৮.৫৭</td></tr>
<tr><td>ফুলছড়ি</td><td>২১</td><td>১৮</td><td>৩৯</td><td>২২</td><td>১৭</td><td>১২২.২২</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭২</td><td>২৭৮</td><td>৪৫০</td><td>২৬৬</td><td>১৮৪</td><td>৯৫.৬৮</td></tr>
</table></td><td>গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির হার ১০০% করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>(১) প্রোজেক্ট অফিসার, প্রতিষ্ঠা প্রকল্প, ইএসডিও
(২) ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, এভিসিবি ৩য় পর্যায়, গাইবান্ধা</td></tr>
<tr><td>১৮. প্রশিকা, গাইবান্ধা</td><td>বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, প্রশিকা, গাইবান্ধা জানান বিসিসি ক্যাম্পেইনের আওতায় পিকেএসএফের অর্থায়নে গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ি, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ ও সাঘাটা উপজেলায় মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নে নিরাপদ পানি ব্যবহারের স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপদ স্যানিটেশন, হাত ধোয়া, মাসিক/ ঋতুকালীন নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশুর জন্য উন্নত ওয়াস সম্পর্কিত ১০টি (বিহেভিয়ার চেঞ্জ) ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে।</td><td>প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা কোন কোন সেক্টরে চাকরি/ কর্মসংস্থান করছে তার তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, প্রশিকা, গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>১৯.পল্লী অগ্রগতি সংস্থা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা</td><td>নির্বাহী পরিচালক, পল্লী অগ্রগতি সংস্থা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা জানান যে, নিম্নোক্ত বিয়য়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষা কর্মসূচি: উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষিকা রিফ্রেসার্স অভিভাবক সভা করা হয়। মৎস্য চাষ: পুকুর খননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ: বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক, সভা, সমাবেশ করা হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়। মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার</td><td>(১) সেলাই মেশিন বিতরণের মাস্টাররোল সংরক্ষণ করতে হবে।
(২) গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>নির্বাহী পরিচালক, পল্লী অগ্রগতি সংস্থা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।</td></tr>
</table>

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ও এর কুফল সম্পর্কে সভা করা হয়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা সমাবেশ করা হয়। বসুন্ধরা শুভ সংঘের সহযোগিতায় দুঃস্থ অসহায় নারীদের মাঝে ২৪ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।		
২০.নুরা হেলথ, রংপুর	কান্ট্রি ডিরেক্টর, নুরা হেলথ বাংলাদেশ, রংপুর-এর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গাইবান্ধা জেলার ১টি জেলা হাসপাতাল এবং ৫ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাস্টার ট্রেইনার নার্সগণ রোগী ও রোগীর পারিবারিক পরিচর্যাকারীদের স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক মোট ৪৭ টি সেশন পরিচালনা করেছেন। মোট ১৫০৩ জন রোগী এবং রোগীর স্বজনদের স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শতকরা ৮% ।	(১) সেবাগ্রহীতাদের তথ্য এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। (২) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	কান্ট্রি ডিরেক্টর, নুরা হেলথ বাংলাদেশ, রংপুর।
২১. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	জোনাল ম্যানেজার, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) জানান, বর্তমানে গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ওয়াশ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগস্ট/ ২০২৬ মাসে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ল্যাট্রিন বিতরণ করা হয়েছে ২৬ জনের মাঝে। বিতরণকৃত ঋণ- ৮,৮৬,০০০/- টাকা, বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৬ জনের মাঝে ৫,৪৫,০০০/- টাকা, নিরাপদ ব্যবস্থাপনার টয়লেট ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যবিধি করা হয়েছে ১৮ টি সেশন। নিরাপদ ব্যবস্থাপনার পানি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যবিধি সেশন করা হয়েছে ৮টি।	(১) স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন গ্রহণকারীর মাস্টাররোল এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	জোনাল ম্যানেজার, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)।
২২. দি লিপ্রসি মিশন, ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ	প্রোজেক্ট ম্যানেজার, দি লিপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, গাইবান্ধা জানান আগস্ট/ ২৬ মাসে তার সংস্থায় ক্লিনিকের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগী রেজিস্ট্রেশন ও এমডিটি ও সাধারণ চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে- ৩০ জনকে। সাধারণ ও সম্প্রসারিত জরিপ এবং অনিয়মিত ঔষধ সেবনকারীদের ফলো-আপ করা হয়েছে ১৪ টি, সাধারণ ৩৮ টি সম্প্রসারিত ফলো-আপ করা হয়েছে।	(১) আক্রান্ত কুষ্ঠরোগীর তথ্য এ কার্যালয়া ও সিভিল সার্জন অফিস, গাইবান্ধায় প্রেরণ করতে হবে। (২) গৃহীত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রকল্প চলাকালে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে।	প্রোজেক্ট ম্যানেজার, দি লিপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, গাইবান্ধা।
২৩.সমাজ জাগরণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা	সমাজ জাগরণ ও উন্নয়ন সংস্থার প্রেজেন্টেশনে প্রতিনিধি জানান, তাদের ১৩ জন কর্মী সমন্বয়ে সীমিত আকারে মাছের হ্যাচারী নিয়ে কার্যক্রম সবেমাত্র শুরু করেছেন। তারা ডিজেবিলিটি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন ৩০ জনকে, কটইয়ার সেশন করেছেন ১০টি, তারা প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণে গাইবান্ধা সদর উপজেলায় ৩টি স্থানে প্রাণী সংরক্ষণ ও সেবা কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। এখনও স্থান নির্ধারণ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই আলোচনায় জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত স্থান নির্ধারনের ক্ষেত্রে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের পরামর্শ গ্রহনের	মৎস্য চাষের প্রকল্প চলাকালে জেলা মৎস্য অফিস ও উপজেলা মৎস্য অফিসের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, সমাজ জাগরণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অনুরোধ জানান এবং সময়ের ভিত্তিতে করতে পরামর্শ প্রদান করেন।		
২৪.সেভ দ্য চিলড্রেন	হেড অব গাইবান্ধা ফিল্ড অফিস, সেভ দ্য চিলড্রেন, গাইবান্ধা সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন: সেভ দ্য চিলড্রেন এর আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে বর্তমানে গাইবান্ধা জেলায় যথাক্রমে- 'শিশুদের জন্য কর্মসূচি', 'সমতা প্রকল্প' এবং 'বন্যা পূর্ব সাড়া প্রদান প্রকল্প' নামে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।	চলমান প্রকল্পসমূহের কাজের মান ঠিক রেখে যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	হেড অব গাইবান্ধা ফিল্ড অফিস, সেভ দ্য চিলড্রেন, গাইবান্ধা।
২৫. টিএমএসএস	জোন প্রধান, গাইবান্ধা জোন, টিএমএসএস, গাইবান্ধার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, তার সংস্থা হতে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রকল্প চলমান রয়েছে: স্বাস্থ্য: ১১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সদস্য এবং স্থানীয় ১২০ জন ব্যক্তিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে কার্ডধারীসহ পরিবারের সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্যকে যেকোনো মেডিকেলে ৩০-৫০% ছাড়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। শিক্ষা: গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান সহ স্বল্প খরচে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সদস্য পর্যায়ে বসতবাড়ি উচুকরণ সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বৃক্ষ রোপণ অর্থ্যাৎ বনায়ন কার্যক্রম করা হয় এবং সদস্য পর্যায়ে চারা প্রদান করা হয়। কৃষি: আগস্ট/ ২৬ মাসে জাগরণ প্রকল্পে ২৬৭২ জনের মাঝে ২৪,৫৫,৮০,০০০/- টাকা, অগ্রসর প্রকল্পে ৬৪০ জনের মাঝে ১৩,২০,১৫,০০০/- টাকা, গরু মোটাতাজাকরণে ৭৮ জনের মাঝে ৩০,০০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। কৃষি প্রকল্পে ৩২০ জনের মাঝে ২,০০,০০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।	(১) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গ্রহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (২) উপকারভোগীর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	জোন প্রধান, গাইবান্ধা জোন, টিএমএসএস, গাইবান্ধা।
২৬. কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	সেন্টার ম্যানেজার, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, গাইবান্ধা, সভায় জানান তার সংস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে: সারভাইব্যাল প্রোগ্রামের উপকারভোগীদের মাঝে স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আয়রন ফলিক এসিড বিতরণ, কারিকুলাম ক্লাশ, খাদ্য সামগী বিতরণ করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারী- ১৫ জন। চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারী ০৫ জন। মাসিক অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারী- ১২০ জন। সম্প্রীতির সংলাপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারী ছিল- ০৯ জন, নারী কেয়ারগিভারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারী- ৯০ জন, ECCD কারিকুলাম ক্লাশ সম্পন্ন হয়েছে। অংশগ্রহণকারী- ৩০ জন, যুব ক্লাবের মিটিং হয়েছে। অংশগ্রণকারী-৫৮ জন, শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কারিকুলাম সেশন হয়েছে। অংশগ্রহণকারী- ২৩৫ জন, উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে ০৫ জন শিক্ষার্থীকে, শিশুদের জন্মদিন ও পারিবারিক উপহার প্রদান করা হয়েছে ১৩ জন শিশুকে।	(১) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবহিত করতে হবে। (২) প্রকল্প চলাকালে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	সেন্টার ম্যানেজার, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, গাইবান্ধা
২৭. বাদিয়াখালি ত্রান ও পুনর্বাসন সংস্থা	সহকারী নির্বাহী পরিচালক, বাদিয়াখালি ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা, গাইবান্ধা, জানান যে, বাদিয়াখালি ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থার উদ্যোগে গাইবান্ধা জেলায় আগস্ট মাসে মা ও শিশু খাদ্য প্রকল্পটির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মা ও শিশুকে প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।	পরবর্তী সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করতে হবে।	সহকারী নির্বাহী পরিচালক, বাদিয়াখালি ত্রাণ ও পুনর্বাসন

<table>
<tr><th>ক্রম ও এনজিও'র নাম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>প্রকল্পটির কার্যক্রম গাইবান্ধা জেলাসহ রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় শুরু হতে যাচ্ছে। এছাড়া সৌহার্দ প্রকল্পটিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পটি বাংলাদেশের তিনটি বিভাগ যথা রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সবগুলো জেলায় আগামীতে শুরু হতে যাচ্ছে।</td><td></td><td>সংস্থা, গাইবান্ধা</td></tr>
<tr><td>২৮. বন্ধন, গোবিন্দগঞ্জ</td><td>এলাকা ব্যবস্থাপক, বন্ধন, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা সভায় জানান, তার সংস্থা নিম্নোক্ত এলাকায় ও লোকজনের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি প্রদান করেছেন:
<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিবরণ</th><th>সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>উপজেলা (সংখ্যা)</td><td>০৩</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>পৌরসভা (সংখ্যা)</td><td>০২</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>ইউনিয়ন (সংখ্যা)</td><td>২৩</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>গ্রাম (সংখ্যা)</td><td>১৫৪</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>শাখা (সংখ্যা)</td><td>০৩</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা</td><td>২০৩৪ জন</td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>ঋণ বিতরণ (টাকা)</td><td>১,৫৬,৫২,০০০/-</td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>ঋণ স্থিতি (টাকা)</td><td>১৬,৬৪,২০,০৪৮/-</td></tr>
<tr><td>০৯</td><td>সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)</td><td>২,০৮,৯৪,৩৮৭/-</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>উদ্যোক্তা (জন)</td><td>২০৩৪ জন</td></tr>
</table></td><td>ঋণগ্রহীতাগণ ঋণের টাকা দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন কী না তা তদারকি করতে হবেক এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান করতে হবে।</td><td>এলাকা ব্যবস্থাপক, বন্ধন, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা</td></tr>
<tr><td>২৯.সোস্যাল প্রোজেকশন কমিটি (এসপিসি), গাইবান্ধা</td><td>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সোস্যাল প্রোজেকশন কমিটি (এসপিসি), গাইবান্ধা সভায় তার সংস্থার নিম্নোক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোকপাত করেন:
মুদির দোকানের ব্যবসা, জমিসংক্রান্ত, ভ্যান ও অটো-রিকশা ক্রয়, ব্যবসা, গরু ক্রয়, গৃহ মেরামত, কৃষি সংক্রান্ত, ছাগল ক্রয়, গরুর খাদ্য ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রায় ১০৫ জন সদস্যের মাঝে ক্রমহ্রাসমান ২৪% হারে ৩৪,৭৪,০০০/- টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।</td><td>প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সোস্যাল প্রোজেকশন কমিটি (এসপিসি), গাইবান্ধা</td></tr>
<tr><td>৩০. জীবিতা প্রজেক্ট, জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ</td><td>সিনিয়র ফিল্ড সুপারভাইজার, জীবিতা প্রজেক্ট, জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, রংপুর নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন: নির্দিষ্ট (গর্ভাবস্থায় পরিপূরক খাবার) পুষ্টিকর গর্ভবতী মহিলাদের প্রতিদিন উপাদান সমৃদ্ধ কোলিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি বিশেষ খাবার খাওয়ানো বা তাদের নিজেদের খাওয়ার অভ্যাসের উন্নতি (যেমন সাধারণ পুষ্টিকর খাবার) ইত্যাদি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে। এই বিশেষ পুষ্টিকর খাবার স্থান কিছু মহিলা যাদের গর্ভবতী হওয়ার সময় ওজন কম থাকে বা যাদের গর্ভাবস্থায় ওজন গবেষণা অনুযায়ী বাড়ে না, তারা বেশী উপকৃত হয় কি না। গবেষণায় বাসিন্দাদের আপেল সেবা রিসেপশনে ক্লিনিকাল নেওয়ার বা কিনে নিয়ে গিয়ে পুষ্টিকর পুষ্টি প্যাকেট নিয়ে তুলনা করে দেখা হবে। এই বিষয়টি উক্ত গবেষকদের তত্ত্বাবধানে গবেষকদের উপস্থিতি অনুসন্ধানের বাস্তবায়ন করবে।
VaMI স্টাডি: মহিলাদের বাচ্চা হওয়ার রাস্তায় থাকা ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা এবং রক্তের বজায় থাকা ব্যাকটেরিয়া গুলো কিভাবে আমাদের আচরণের সাথে সম্পর্কিত এবং গর্ভাবস্থার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে জানাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। কিছু ব্যাকটেরিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর হতে পারে। শরীরে কিভাবে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যার পরিবর্তন হয় এবং ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি বৃদ্ধি পায় তা এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা</td><td>গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল টার্গেট ব্যক্তিদের কী পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>সিনিয়র ফিল্ড সুপারভাইজার, জীবিতা প্রজেক্ট</td></tr>
</table>

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করা হবে।		
বিবিধ	(০১) সভায় উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধিদের অক্টোবর, ২০২৬ মাসে এনজিও বিষয়ক কার্যক্রমের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়।	সভায় উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধিদের অক্টোবর, ২০২৬ মাসে এনজিও বিষয়ক কার্যক্রমের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হলে ব্র্যাক, গাইবান্ধা এবং জীবিতা প্রজেক্ট, জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, রংপুর পরবর্তী সভায় তাদের প্রকল্পের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর স্লাইড প্রদর্শন করবে।	(১ ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, গাইবান্ধা (২) পরিচালক, জীবিতা প্রজেক্ট, জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, রংপুর।
	(০২) গাইবান্ধা জেলার সকল এনজিও প্রতিনিধিকে তাদের এফডি-৬ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয় এবং এফডি-৬ মোতাবেক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	এফডি-৬ মোতাবেক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে নিকশ ফন্টে (NikoshBAN) এ কার্যালয়ের ই-মেইল acgengaibandha@mopa.gov.bd অথবা acngocellgaibandha@.gmail.com মেইলে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	এনজিও প্রধান (সকল), গাইবান্ধা
	(০৩) চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য চরগুলোকে পর্যটন স্পটে পরিণত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(১) সকল এনজিও তাদের বৃক্ষরোপণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণ করবে। (২) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। (৩) রোপিত	(১) জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা। (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) গাইবান্ধা (৩) এনজিও প্রধান (সকল), গাইবান্ধা।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বৃক্ষসমূহের পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।	

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে এবং বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০১.১০.২০২৬

(ড. মো: মনিরুজ্জামান)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা
গাইবান্ধা।
ফোন : ০২-৫৮৮৮৭৭৫০০ (অঃ)
e-mail: dcgaibandha@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৫৫.৩২০০.০২২.০৩.০০১.২৩- ১৬০৬

তারিখ: ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩ / ০১ অক্টোবর ২০২৬

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
(৩) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্লট-ই-১৩/বি, ঢাকা;
(৪) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর;
(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল), গাইবান্ধা;
(৬) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা। (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো);
(৭) নির্বাহী প্রধান/ নির্বাহী পরিচালক/ ম্যানেজার (এনজিও সকল), গাইবান্ধা।
(৮) অফিস কপি।

০১/১০/ ২০২৬

(ড. মো: মনিরুজ্জামান)
জেলা প্রশাসক